সমকাল

তারিখ ... 03 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সভা

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন বিশিষ্টজনের

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশের বিশিষ্টজনরা। তারা বলছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। আবার দেশে অর্ধ শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকার পরও প্রতিষ্ঠান চালাতে বড় অঙ্কের বেতন দিয়ে বিদেশ থেকে লোক আনতে হচ্ছে। বাজেটে শিক্ষা খাতে বড় অঙ্কের বরাদ্দ থাকলেও মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সেটি কোনো কাজে আসছে না। এজন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষার মান বাড়ানোর ওপর তাগিদ দিয়েছেন তারা। তবে মান বাড়ানোর জন্য বাজেটে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অনেক কম দেওয়ার অভিযোগ তুলে হতাশা প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরেবাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতভিত্তিক পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন বিশিষ্টজনের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি খালেদা ইকরাম, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সিনিয়র সদস্য ড. শামসুল আলম।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, দেশে কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স ১৫ বিলিয়ন এলেও চার বিলিয়ন ডলার বিদেশিরা চাকরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সব বড় প্রতিষ্ঠানের হিসাব এবং গুরুত্বপূর্ণ শাখায় দক্ষ লোকের সংকটে বিদেশিদের মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হচ্ছে? আগে ব্যবসায় শাখায় একটি-দুটি বিষয় পড়ানো হলেও বর্তমানে অনেক বিষয় খোলা হয়েছে। এর পেছনে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এ অর্থ ব্যয়ের কোনো মানে নেই, যদি তা কোনো কাজে না লাগে।

অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রীও শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব দুর্বল। শিক্ষার মান নিয়ে সব পর্যায়ে ভাববার সময় এসেছে।

মুস্তফা কামাল বলেন, মধ্যম আয়ের দেশে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রার ৬ বছর আগেই সে লক্ষ্যে পৌছে গেছি। এটি একটি বিরাট সফলতা। এ জন্য দেশের সব শ্রেণীর মানুষের অবদান রয়েছে। উন্নয়নের ইতিহাসে এটি টার্নিং পয়েন্ট। এত দিন নিম্নআয়ের দেশে ছিলাম, এখন নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলাম। লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত দেশে যাওয়া। বাংলাদেশের টার্নিং পয়েন্টে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে মানব সম্পপদ উন্নয়ন। এ সময় তিনি বলেন, সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে ফেসবুক, টুইটার বন্ধ করতে হবে। চীনে ফেসবুক নেই। সেখানে সামাজিক অবক্ষয় কম।

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ উল্লেখ করে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে অর্থনীতিতে অবদান খুব কম। আগামী দিনে কারিগরি শিক্ষা বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, দুই দশকে চার থেকে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে গেছি। সেখানে অদক্ষ শ্রমিকদের অবদান বেশি। তবে আট শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে পৌছাতে হলে দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানও শিক্ষার নিম্নমান নিয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারিনি। তবে আমি মনে করি না, শিক্ষকরা অনুপযুক্ত।

তবে শিক্ষার মানের অভিযোগের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আগের চেয়ে শিক্ষার মান অনেক বেড়েছে। মাধ্যমিকের ৫৩ শতাংশ মেয়ে। অনেক বড় বেতনে মেয়েরা চাকরি করছে। এসব বিষয় সব সময়ই উপেক্ষিত থাকছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষার মান খারাপ উল্লেখ করে বাজেটে বরাদ্দ কম দেওয়া হয়েছে, যা খুবই হতাশাজনক। মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি যদি ঢাকা শহরে ভিক্ষা করি তাহলেও ৫৫ কোটি টাকা তুলতে পারব।' এ সময় নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, সংসদে বাজেট বিষয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে, শিক্ষা কোনো অগ্রাধিকারমূলক খাত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বক্তব্যে হতাশ। বর্তমানে ছেলে ও মেয়েদের অনার্স পড়ার হার সমান। এটা কি বড় অর্জন নয়?